সর্ব্ব ধর্ম্মের মধ্যে অর্থাৎ সর্ব্ব কর্ত্তব্যতার মধ্যে শ্রীবিষ্ণুর অর্চ্চনই বিশিষ্ট ধর্ম্ম। সর্ব্ব যজ্ঞ, তপ, হোম ও তীর্থস্থানের দ্বারা যে ফললাভ হয়, শ্রীবিষ্ণুকে সম্যক্‌রূপে পূজা করিয়া সেই ফলই কোটিগুণ অধিকরূপে লাভ করিয়া থাকেন। অতএব, সর্ব্বপ্রথমে এই সংসার শ্রীনারায়ণকেই পূজা করিবে।

শ্রীব্রহ্মনারদ সংবাদেও যথা—

অশ্বমেধ সহস্রাণাং সহস্রং যঃ করোতি বৈ।
ন তৎফলমবাপ্নোতি মদ্ভক্তৈর্যদবাপ্যতে॥

যে জন সহস্র সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে, তাহাতেও সেই ফল-লাভ করিতে পারে না—আমার ভক্তগণ যে ফললাভ করিয়া থাকে।

ভগবদ্ভক্তির নিখিল অশুভ বিনাশে সামর্থ্যের সংবাদ ৬।১।১৭ শ্লোকে শ্রীশুকমুনি বর্ণন করিয়াছেন, যথা—

সধ্রীচীনো হ্যয়ং লোকে পন্থাঃ ক্ষেমোঽকুতোভয়ঃ।
সুশীলাঃ সাধবো যত্র নারায়ণপরায়ণাঃ॥

পূর্ব্ব শ্লোকে পাপীয়ান্ জন তপস্যা প্রভৃতি দ্বারা তেমন বিশুদ্ধ হইতে পারে না—শ্রীকৃষ্ণে প্রাণ অর্পণ করিলে এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় ভক্তজন সেবায় যেমন বিশুদ্ধিতা লাভ করেন। হে রাজন্! এই ভক্তিমার্গ ই সমীচীন; যেহেতু এই ভক্তিমার্গ মঙ্গলপ্রদ এবং অকুতোভয়, কোন বিঘ্ন হইতে ভয়ের আশঙ্কা থাকে না। যেহেতু এই ভক্তিমার্গে যাঁহারা বিচরণ করেন, তাঁহারা কৃপালু, নিষ্কাম এবং নারায়ণপরায়ণ। যাঁহারা এই ভক্তিমার্গ অবলম্বন করেন, তাঁহাদিগের সাহায্য করিবার জন্য সেইসকল কৃপালু ভক্তগণ সর্ব্বদাই আনুকুল্য করিয়া থাকেন। এই শ্লোকে শ্রীধরস্বামীপাদ টীকায় বলিয়াছেন—অতএব, জ্ঞানমার্গের মত ভক্তিমার্গে অসহায়তা নিমিত্ত ভয় নাই এবং কর্ম্মমার্গের মত পরশ্রীকাতরতাযুক্ত মানব হইতেও ভয়ের আশঙ্কা নাই।

স্কন্দপুরাণে দ্বারকামাহাত্ম্যেও সেইরূপেই পরমেশ্বরের বাক্য দেখা যায়। যথা—

মদ্ভক্তিংবহতাং পুংসাং ইহলোকে পরেঽপি বা।
ন শুভং বিদ্যতে লোকে কুলকোটি নয়েদ্দিবম্॥

যে সকল মানব আমার চরণে ভক্তি অনুষ্ঠান করে, তাহাদের ইহলোকে বা পরলোকে কোন অমঙ্গল থাকে না এবং কোটিকুলকে স্বর্গে ( বৈকুণ্ঠ ) প্রাপ্তি করাইয়া থাকে।

শ্রীবিষ্ণুপুরাণেত উল্লিখিত আছেন। যথা—